গ্রীক শ্রম মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল এর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের বৈঠক

গ্রীসের এথেন্সে অবস্থিত গ্রীস শ্রম মন্ত্রণালয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি'র সাথে গত ৩১ মে ২০১৮ তারিখে গ্রীসের লেবার, সোশ্যাল সিকিউরিটি এন্ড সলিডারিটি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল আন্দ্রেয়াস নেফালুডিস এর সাথে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা হয়। গ্রীস প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়ে গ্রীক সরকার সর্বোতভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। বৈধ প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীগণ গ্রীক নাগরিকদের মত বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সমানভাবে ভোগ করে থাকেন বলে সেক্রেটারি জেনারেল আন্দ্রেয়াস নেফালুডিস বৈঠকে জানান। শ্রমিকদের কল্যাণ ও কাজের সুযোগ সুবিধা বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

গ্রীসের কৃষি, গার্মেন্টস এবং রেস্টুরেন্টে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী কাজ করেন। বৈঠকে গ্রীসের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া, বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য কি কি ধরণের কাজের সুযোগ আছে এবং ভবিষ্যতে সেখানে আরও কর্মী নিয়োগ দেওয়া যায় কিনা এ সকল বিষয় সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। পক্ষান্তরে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি বাংলাদেশে ৭০টি ট্রেনিং সেন্টারে কর্মীদের বিভিন্ন পেশা যেমন গার্মেন্টস, কেয়ার-গিভিং, হাউজ-কিপিং এবং বিভিন্ন ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদান করার বিষয়টি বৈঠকে জানান। এ বিষয়ে গ্রীক সেক্রেটারি জেনারেল আগ্রহ দেখান। ভবিষ্যতে আইনানুযায়ী সুযোগ সৃষ্টি হলে তিনি বিবেচনা করবেন বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য গ্রীসের পর্যটন, রেস্টুরেন্ট, গার্মেন্টস, কৃষি, কেয়ার গিভিং ও হাউজ কিপিং সেক্টরে বাংলাদেশী কর্মীর চাহিদা রয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব গ্রীসের সেক্রেটারি জেনারেলকে অবহিত করেন যে বাংলাদেশ থেকে চাহিদা অনুসারে দক্ষ কর্মী নেয়া শুরু হলে এটি গ্রীসের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশও উপকৃত হবে। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে ৬ মাসের জন্য বৈধভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে যা বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক নয়। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের এবং মৌসুমি কর্মীদের মেয়াদ ৬ মাসের স্থলে ২ বছর করার অনুরোধ জানান। শ্রমবাজারে সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হলে তা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিটেন্স প্রবাহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্রেটারি জেনারেল বিষয়গুলি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকটিতে গ্রীক শ্রম মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন, ডিরেক্টরেট অফ এমপ্লয়মেন্ট ইন্ট্রিগ্রেশন নেরাটযিস জর্জিওস; ডিরেক্টরেট অফ পারসোনাল সেটেলমেন্টস থিওডরা স্তাথুপুলু, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের লিয়ানা কারাগিয়ান্নি। অপরদিকে, এথেন্সে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষে ড. সৈয়দা ফারহানা নূর চৌধুরী, কাউন্সেলর (শ্রম), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপসচিব মোঃ জাহিদ হোসেন, উপসচিব আরিফ আহমেদ, এবং ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক মোহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গ্রীসে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি দূতাবাস প্রাঙ্গণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় প্রবাসীগণ তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে এর দ্রুত সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া বাংলাদেশের মালিক কর্তৃক পরিচালিত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন করেন। তিনি গ্রীসের এথেন্স থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লাপ্পা, মানোলাদার বিভিন্ন কৃষি খামারে নিয়োজিত বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মস্থল এবং আবাসস্থলও পরিদর্শন করেন। এছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে গ্রীসের ন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ কন্সতান্তিনস স্মিরনিস সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সভায় মিলিত হন এবং সভায় কর্মী নিয়োগের বর্তমান সম্ভবনা ও আইনগত বিষয়সমূহ এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কর্মীদের সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

ড. নমিতা হালদার, এনডিসি
সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর সঙ্গে
গ্রীস প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণের
মত বিনিময় সভা
৩০ মে ২০১৮
বাংলাদেশ দূতাবাস, এথেন্স, গ্রীস